এনডিপি-স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি-রুপরেখা

১ম সংস্করণ

জুলাই ২০১৭ থেকে কার্যকরী

ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি

এনডিপি ভবন, বাগবাড়ী, শহীদনগর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

ফোনঃ ০৭৫১-৬৩৮৭০-৭১; ফ্যাক্সঃ ০৭৫১-৩৮৭৭

ই-মেইলঃ akhan_ndp@yahoo.com

ওয়েবঃ www.ndpbd.org

ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম

প্রধান কার্যালয়

এনডিপি ভবন, বাগবাড়ী, শহীদনগর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ

কর্মসূচি রুপরেখা (Programme Design)

এনডিপি-স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি (Health Service Programme-HSP)

১. ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রবণ একটি দেশ। দূর্যোগ আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথে বড় অন্তরায়। প্রতি বছরই বাংলাদেশকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা করতে হয়। প্রাকৃতিক দূর্যোগসমুহের মধ্যে বন্যা, খরা, শৈত প্রবাহ, নদী ভাঙ্গন, ঘূর্ণীঝড়, শিলাবৃষ্টি, জলোচ্ছাস, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি অন্যতম। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল, উত্তর-মধ্যমাঞ্চল তথা সিরাজগঞ্জ জেলা ও এর পাশ্ববর্তী জেলাসমুহ যেমন পাবনা, নাটোর, বগুড়া, জামালপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ ইত্যাদি যমুনা-পদ্মা অববাহিকায় অবস্থিত হওয়ায় এই সকল জেলা সমুহ বর্ণীত প্রাকৃতিক দূর্যোগে সমানভাবে বিপদাপন্ন। প্রতি বছরই আমাদের এই সমস্ত দূর্যোগ মোকাবেলা করতে হয়। ১৯৮৮ সালের স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা এবং পরবর্তী ১৯৯০ সালের বড় বন্যায় দেশের অন্যান্য এলাকার মত উত্তর জনপদ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তৎকালিন সময়ে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা বন্যাকালিন ও বন্যা পরবর্তী বিভিন্ন ধরণের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করে দূর্গত মানুষের দূর্দশা লাঘবের চেষ্টা করে। এনডিপির প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দীন খান সে'সময় দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার সাথে থেকে এলাকার দূর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই সময়গুলিতে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে দর্গত মানুষের দূর্গতি অনুধাবন করে তাঁর মনে হয়েছে এই ধরণের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম দুঃস্থ মানুষের সীমাহীন সমস্যার ক্ষণস্থায়ী সমাধান হলেও এটা কখনই টেকসই কোন পদ্ধতি নয় এবং কার্যত এই প্রক্রিয়ায় কখনই মানুষ দুর্দশা থেকে মুক্তি পাবেনা। তিনি অনুধাবন করলেন একটি সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার যে প্রক্রিয়ায় দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো যাবে তাৎক্ষনিক দুর্দশা লাঘবে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করা যাবে ক্ষতিগ্রস্থ, শোষিত, বঞ্চিত, প্রান্তজনকে উন্নয়নের মূল ধারায় নিয়ে এসে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ ও সমাজ বিনির্মানে যেখানে সমাজের প্রতিটি মানুষ অধিষ্ঠিত হবে মানবিক মর্যাদায়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯২ সালের ১লা জানুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি।

ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি একটি স্বেচ্ছাসেবী, অরাজনৈতিক, অমুনাফাভোগী, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা যা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ ও সমাজ বিনির্মানে শোষিত বঞ্চিত প্রান্তজনকে উন্নয়নের মূল ধারায় নিয়ে আসতে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে যা মানুষের মৌলিক অধিকার তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষকে মর্যাদাপুর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিতি করার লক্ষ্যে এনডিপি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এনডিপি'র কর্মএলাকা বর্তমানে সিরাজগঞ্জ, নাটোর, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল ও জামালপুর জেলায় বিস্তৃত। যমুনা-পদ্মা নদী ও চলন বিল বিধৌত এসব এলাকায় অনেক চরাঞ্চল ও পিছিয়ে পড়া জনপদ আছে যেখানে মানুষের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা খুব কম কিংবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে নাই বললেই চলে। এসব এলাকার মানুষ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কিংবা কুসংস্কার ও অপচিকিৎসায় ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এছাড়া দেশে প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবার মান সম্পর্কে জনগণের মধ্যে অসন্তষ্টি রয়েছে। রোগীদের চিকিৎসা ব্যয়বহুল হওয়ার জন্য উচ্চ সেবা-মূল্য ও অহেতুক পরীক্ষা নিরীক্ষাকে দায়ী মনে করা হয়। সরকারী ও বেসরকারী খাতে স্বাস্থ্য সেবা দানের জন্য সম্মিলিতভাবে যে অর্থায়ন হয় তা পর্যাপ্ত নয়। ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর নানাবিধ স্বাস্থ্য চাহিদা ও স্বাস্থ্য ব্যয় মেটানোর লক্ষ্যে সকলের সমন্বিত প্রয়াসের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো প্রয়োজন। বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করলেও এদেশের জনগণের বিশাল অংশ এখনও গরীব। স্বাস্থ্য হচ্ছে উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রুগ্ন স্বাস্থ্য দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার অন্যতম কারণ এবং জ্ঞান আহরণে অন্তরায়। স্বাস্থ্যের সাথে দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নের যোগসূত্র রয়েছে। স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটলে আয় বাড়বে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে এবং দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাস পাবে।

Md. Alauddin Khan
Executive Director
National Development Programme-NDP

Chairperson
National Development Programme-NDP

এই অবস্থার প্রেক্ষিতে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি তাঁর কর্ম এলাকায় বসবাসরত বিশেষতঃ প্রান্তিক দরিদ্র এবং ঝুঁকিপূর্ণ (নারী, শিশু ও বয়স্ক) জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ অবস্থার টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি এবং শারীরিক ও মানসিক কল্যাণ সাধন করার লক্ষ্যে সংস্থা সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের অর্জিত আয় ব্যবহার করে **"স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি"** নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে ।

২. **কর্মসূচির নাম ঃ** স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি (Health Service Programme-HSP)

৩. **কর্মসূচির লক্ষ্য ঃ**

৩.১ কর্ম এলাকায় বসবাসরত বিশেষতঃ প্রান্তিক দরিদ্র এবং ঝুঁকিপূর্ণ (নারী, শিশু ও বয়স্ক) জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ অবস্থার টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি এবং শারীরিক ও মানসিক কল্যাণ সাধন করা।

৩.২ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন-ক্লিনিক, ডায়াগনষ্টিক সেন্টার, হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে স্বাস্থ্য সেবার মান সম্প্রসারণ করা।

৪. **কর্মসূচির উদ্দেশ্য ঃ**

৪.১ মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবায় জনগণের অভিগম্যতা সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি করা;

৪.২ স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা ও ডাক্তারী পরামর্শ গ্রহণপূর্বক ঔষধ ব্যবহারের অভ্যাস তৈরী করা;

৪.৩ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টি-স্তর উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা। পুষ্টিকর খাবার প্রাপ্তি সহজকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের ফল ও শাক-সব্জির উৎপাদন বৃদ্ধিতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা;

৪.৪ মা ও শিশুর অপুষ্টির হার হ্রাস করা এবং শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুর হার হ্রাসকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৪.৫ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত প্রসব এবং প্রসুতি ও নবজাতকের পরিচর্যা বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা;

৪.৬ শিশু, কিশোরী ও গর্ভবতীদের প্রয়োজনীয় টিকা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

৪.৭ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী এবং বয়োবৃদ্ধদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ সুযোগ সুষ্টি করা;

৪.৮ কমিউনিটি ক্লিনিক, স্থানীয় সরকারী বা বেসরকারী হাসপাতাল/প্রাইভেট ক্লিনিকের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের সুচিকিৎসার উপায় উদ্ভাবন এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন হাসপাতাল বা ক্লিনিকসমুহের সাথে সমঝোতা স্মারক এর মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্য করা;

৪.৯ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমকে টেকসই করার লক্ষ্যে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবী সৃষ্টি করা;

৪.১০ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন-ক্লিনিক, ডায়াগনষ্টিক সেন্টার, হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে স্বাস্থ্য সেবার মান সম্প্রসারণ করা;

৪.১১ কিশোর-কিশোরী দল গঠন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মান উন্নয়নে কাজ করা।

৫. **কর্মকৌশল ঃ**

- প্রতিটি শাখা অফিসে প্যারামেডিক বা সমমানের ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারী একজন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকবে। স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক (প্রধান কার্যালয়ের ক্ষেত্রে ফোকাল পয়েন্ট) এর সক্রিয় তত্বাবধানে দায়িত্ব পালন করবেন।
- স্বাস্থ্য কর্মকর্তা দিনের প্রথমার্ধে খানা পরিদর্শন করবেন এবং উঠান বৈঠক আয়োজন ও পরিচালনা করবেন। খানা পরিদর্শনকালে পরিবারের স্বাস্থ্য পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিবেন এবং সচেতনতা সৃষ্টি/বৃদ্ধি করবেন। উঠান বৈঠকে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক কাজ করবেন।
- দিনের দ্বিতীয়ার্ধে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, অফিসে স্থাপিত স্টাটিক ক্লিনিকে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত রোগিদের স্বাস্থ্য পরামর্শ দিবেন, ঔষধ বিতরণ করবেন এবং ঔষধের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিৎ করবেন।
- মাঝে মাঝে ন্যুনতম এমবিবিএস ডাক্তার বা বিশেষায়িত চিকিৎসক দ্বারা সাধারণ স্বাস্থ্য ক্যাম্প ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা বিশেষায়িত (চক্ষু, নাক-কান-গলা, হৃদরোগ, ডায়েবেটিস, চর্ম-যৌন ইত্যাদি) রোগের চিকিৎসার জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন করবেন।

Md. Alauddin Khan
Executive Director
National Development Programme-NDP

Chairperson
National Development Programme-NDP

- সংস্থার স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম পরিচালনা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক গবেষনা কার্যক্রম পরিচালনা ও স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে উদ্ভাবনী কাজের জন্য একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দক্ষ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কর্মকর্তা নিয়োগ করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা।
- স্বাস্থ্য, চিকিৎসা পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও সুনির্দিস্ট কর্মপরিকল্পনার আলোকে পরিচালনা।
- সংস্থার পক্ষে একজন ফোকাল পয়েন্ট বিষয়গুলি নিয়মিত তদারক করবেন এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিবেন।
- কেন্দ্রিয় পর্যায়ে ভবিষ্যতে একজন এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ দেয়া হবে যিনি ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করবেন।

৬. **কর্ম এলাকা ঃ**

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়ন/পৌরসভা সংখ্যা	গ্রাম/ওয়ার্ড সংখ্যা
১	সিরাজগঞ্জ	০৮ টি	৭৩ টি	৪৫২ টি
২	বগুড়া	০২ টি	১৬ টি	৬৫ টি
৩	পাবনা	০১ টি	০২ টি	১৭ টি
মোট ঃ	**০৩ টি**	**১১ টি**	**৯১ টি**	**৫৩৪ টি**

নোট ঃ সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ভবিষ্যতে এই কর্মসুচির কর্মএলাকা পর্যায়ক্রমে সংস্থার সমগ্র কর্মএলাকাব্যাপি বিস্তৃত করার পরিকল্পনা থাকবে।

৭. **লক্ষিত জনগোষ্ঠি ঃ**

- বর্ণীত ৩ টি জেলার ১১ টি উপজেলার ৯১ টি ইউনিয়ন/পৌরসভার আওতাধিন ৫৩৪ টি গ্রামের প্রায় ৩৫,০০০ দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের প্রায় ১,৭৫,০০০ নারী, পুরুষ, প্রবীণ ও শিশু।
- **নোট ঃ ভবিষ্যতে কর্মএলাকা সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে লক্ষিত জনগোষ্ঠি বৃদ্ধি পাবে।**

৮. **কর্মসূচি বাস্তবায়নকাল ঃ** এই কর্মসূচি ২০০৯ সাল থেকে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। শুরু (২০০৯ সাল) থেকে জুন ৩০, ২০১৭ পর্যন্ত সময়কে একটি অধ্যায় বা ধাপ বিবেচনা করে ৩০.০৬.২০১৭ তারিখে প্রথম ধাপের কাজ সমাপ্ত করে জুলাই ০১, ২০১৭ ইং তারিখ থেকে পরবর্তী ৩ বছরের জন্য এই কর্মসূচি প্রনয়ন করা হলো।

৯. **কার্যক্রম ঃ**

স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচির কার্যক্রমগুলি হবে নিম্নরুপ ঃ

৯.১ জনবল (প্রতিটি স্বোস্থ্যসেবা কেন্দ্রে একজন করে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা) নিয়োগ। যেহেতু চলমান কর্মসূচি সেহেতু যাঁরা আগে থেকে কাজ করছেন তাঁরাই ধারাবাহিক কাজে নিয়োজিত থাকবেন। যদি কোন কারনে পদ শুন্য হয় তবে শুন্যপদে লোক নিয়োগ করা হবে।
৯.২ প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশন;
৯.৩ খানা পরিদর্শন;
৯.৪ উঠান বৈঠক আয়োজন ও পরিচালনা;
৯.৫ স্বাস্থ্য কার্ড বিক্রি, নবায়ন ও স্বাস্থ্য কার্ডের মাধ্যমে সেবা প্রদান;
৯.৬ স্টাটিক ক্লিনিক আয়োজন ও পরিচালনা;
৯.৭ স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন পরিচালনা;
৯.৮ স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন ও পরিচালনা;
৯.৯ স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও পুষ্ঠি বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও সুনির্দিস্ট কর্মপরিকল্পনার আলোকে পরিচালনা;
৯.১০ রেফারেল সার্ভিস;
৯.১১ ঔষধ বিতরণ ও ব্যবহার নিশ্চিৎকরণ;
৯.১২ পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদনে সহযোগিতা;
৯.১৩ সংযোগ স্থাপন;

Md. Alauddin Khan
Executive Director
National Development Programme-NDP

Chairperson
National Development Programme-NDP

৯.১৪ দিবস উৎযাপন ও র‍্যালিতে অংশগ্রহণ;
৯.১৫ ব্লাড গ্রুপিং ও তথ্য সংরক্ষণ;
৯.১৬ স্যানিটেশন ও হাতধোয়া কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং সচেতনতামূলক পোষ্টার বিতরণ;
৯.১৭ তথ্য ও রেজিষ্টার সংরক্ষণ;
৯.১৮ মিটিং আয়োজন/অভিভাবক সমাবেশ;
৯.১৯ মনিটরিং সুপারভিশন-শিক্ষা সুপারভাইজার কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং ও সুপারভিশন। ফোকাল পয়েন্টসহ প্রধান কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং।

১০. **কর্মসূচির জনবল ঃ** স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/প্যারামেডিক-১৮ জন, হাসপাতাল পর্যবেক্ষক-০১ জন। এছাড়া অনতিবিলম্বে একজন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কর্মকর্তা (ন্যুনতম এমবিবিএস ডাক্তার) নিয়োগ দেয়া হবে।

১১. **ফলাফল ঃ**
১১.১ মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবায় জনগণের অভিগম্যতা সৃষ্টি হবে এবং বৃদ্ধি পাবে;
১১.২ স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা ও ডাক্তারী পরামর্শ গ্রহণপূর্বক ঔষধ ব্যবহারের অভ্যাস সৃষ্টি হবে;
১১.৩ দরিদ্র জনগোষ্ঠী পুষ্টি-স্তর উন্নয়নে সচেতন হবে। পুষ্টিকর খাবার প্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন ধরণের ফল ও শাক-সব্জির উৎপাদন বৃদ্ধিতে জনগণ উদ্বুদ্ধ হবে;
১১.৪ মা ও শিশুর অপুষ্টি হার হ্রাস পাবে এবং শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুর হার কমে আসবে;
১১.৫ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত প্রসব এবং প্রসুতি ও নবজাতকের পরিচর্যা বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে উঠবে;
১১.৬ শিশু, কিশোরী ও গর্ভবতীদের প্রয়োজনীয় টিকা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে;
১১.৭ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী এবং বয়োবৃদ্ধদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ সৃষ্টি হবে;
১১.৮ কমিউনিটি ক্লিনিক, স্থানীয় সরকারী বা বেসরকারী হাসপাতাল/প্রাইভেট ক্লিনিকের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের সুচিকিৎসার উপায় উদ্ভাবন এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন হাসপাতাল বা ক্লিনিকসমুহের সাথে সমঝোতা স্মারক করে চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্য হবে;
১১.৯ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমকে টেকসই করার লক্ষ্যে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবী সৃষ্টি হবে।

১২. **নির্ধারিত বাজেট ও তহবিলের উৎস ঃ** ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের জন্য নির্ধারিত বাজেট = ৪৫,৮৮,৬০০.০০ (পয়তাল্লিশ লক্ষ অষ্টআশি হাজার ছয়শত) টাকা মাত্র। ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট বছরের শুরুতে বাজেট বরাদ্দ করা হবে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বিস্তারিত বাজেট বিবরণী সংযুক্তি-০১ এ দেখানো হলো।

১৩. **মনিটরিং ও সুপারভিশন ঃ** সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকদের তত্বাবেধানে স্বাস্থ্য অফিসারগণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন। শাখা ব্যবস্থাপক, এরিয়া ম্যানেজার, যোনাল ম্যানেজারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ নিয়মিত কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন, পর্যবেক্ষনে প্রাপ্ত অসঙ্গতিসমুহ দূরিকরণে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিবেন ও নিয়মিত ফলোআপ করবেন। ফোকাল পয়েন্ট মাঝে মাঝে কর্মসূচি পরিদর্শন করে কর্মসূচির গুনগত মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে যথাযথ দিক নির্দেশনা দিবেন। প্রধান কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা যেমন পরিচালক (কর্মসূচি), নির্বাহী পরিচালক মাঝে মাঝে কর্মসূচির কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন ও যথাযথ মান অর্জনে দিকনির্দেশনা দিবেন।

১৪. **প্রতিবেদন প্রনয়ন, নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন ঃ** কর্মসূচির মাসিক প্রতিবেদন প্রনয়ন করা হবে। প্রধান কার্যালয় নিরীক্ষা এবং মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক কর্মসূচির কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হবে। প্রতি বছর কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হবে।

===o===

Md Alauddin Khan
Executive Director
National Development Programme-NDP

Chairperson
National Development Programme-NDP